কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ৮০মণ ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নিন্মআয়ের মানুষের মাঝে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের ছয় রাস্তার মোড়ে ইবি ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসূচীতে যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারণ মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। ছয়রাস্তার মোড়ে সবজি বিতরণ শেষে মজমপুর গেটে সবজি ভ্যান নিয়ে আসা হয়। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন। সর্বশেষ হাসপাতাল মোড়ে সবজি বিতরণ করা হয় লোকজনের মাঝে।

সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া ও বাধাকপি। কয়েক হাজার মানুষের মাঝে প্রায় ৮০ মন সবজি বিতরণ করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়।

সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি। মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সমকাল প্রতিনিধি সাজ্জাদ রানা, কালের কণ্ঠের নিজস্ব সংবাদদাতা তারিকুল হক তারিক, নধৎঃধ২৪.পড়স এর স্টাফ করেসপন্ডেন্ট এসএম জামাল উপস্থিত ছিলেন।

কম্বাইন হার্ভেস্টারে ধানকাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের খরচ কমবে

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেছেন, উৎপাদন খরচ কমাতে ও অধিক ফলনের জন্য প্রয়োজন কৃষিজমিতে উন্নত প্রযুুক্তির ব্যবহার। এতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের পাশাপাশি কৃষকেরা লাভবান হবেন। পাশাপাশি কম্বাইন হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ধানকাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের খরচ কমবে।

তিনি বলেন, কৃষি খামার যান্ত্রিকরণ এখন সময়ের দাবি। সরকার খামার যান্ত্রিকরণ করতে কাজ করে যাচ্ছে। দ্রুত আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে তা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশকেও এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখতে হবে।’

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুরে আসন্ন বোরো মৌসুমে কৃষকের ধান কর্তনে শ্রমিক সংকট নিরসনে ১৪ লক্ষ টাকা ভর্তুকিতে ১ টি কম্বাইন হার্ভেস্টার বিতরণকালে একথা বলেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ।

কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দিক নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ। আর তাই আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের অত্যাধুনিক যন্ত্র কম্বাইন হার্ভেস্টার কৃষকদের দোড়গোড়ায় চলে এসেছে। এই যন্ত্র ব্যবহার করে ধান কাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের ৬০-৭০ শতাংশ খরচ কমে যাবে।

কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল

কলুর ঘাড়ে ঘানি, চোখের ওপর মোটা কাপড়ের পর্দা দেয়া কলুর বলদ চলছে। কাঠের তৈরী ঘানিটা ঘুরছে, আর সরিষা পিষেতা থেকে তেল বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে মাটির পাত্রে সরিষার তেল। এভাবে তৈরি হয় খাঁটি সরিষার তেল। এর ঝাঁঝালো গন্ধে চোখে পানি এসে যায়।

বলছিলাম কুষ্টিয়ার কুমার খালী উপজেলার শেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মিজানুর রহমানের কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল তৈরীর কথা। কয়েক বছর আগেও একমাত্র এই ঘানি ভাঙানো সরিষার তেল দিয়েই মিটতাসে কল পরিবারের তেলের চাহিদা।

বর্তমানে এখন আর এই ঘানি প্রত্যন্ত গ্রামে ও খুজে পাওয়া যায় না। তাই খাঁটি সরিষার তেলও মেলে খুব কম। বর্তমানের ভেজালের দিনে শতভাগ খাঁটি জিনিস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এ কারণে তার ক্রেতা ও বেশি।

শুধু এলাকার মানুষ তার এ খাঁটি তেল কেনেন না, জেলা শহর থেকেও আগ্রহী ক্রেতারা এসে তেল নিয়ে যায় মিজানুর রহমান। কুষ্টিয়ার কুমার খালী উপজেলার শেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। এক সময় সংসারের স্বচ্ছলতা আনতে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন সুদুর মধ্য প্রাচ্যের দেশ ওমানে।

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দিনরাত খেয়ে না খেয়ে কাটিয়েছেন বিদেশে। ৫ বছর বিদেশ থাকার পর এক সড়ক দূর্ঘটনায় তার দুই পা ভেঙে যায়। এরপর আর বিদেশ থাকা হয়নি তার। দেশে ফিরে এসে যৎসামান্য টাকা আর হালের দুইটি বলদ দিয়ে শুরু করেন পৈত্রিক ব্যাবসা।

নিজের সংসারের হাল ফেরানো আর মানুষকে ভালো খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করে চলেছেন তিনি। শুরু করেছেন ঘানিতে সরিয়া পিশে তেল তৈরী করে বিক্রির কাজ। আর তার এই কাজে অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন তার মা।

আব্দুল্লাহ শাহ নামের এক ক্রেতা জানান, এক সময়ে কাঠের ঘানির সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় নিংড়ানো খাঁটি সরিষার তেল এক সময় কুষ্টিয়ার বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জের হাট বাজারে বিক্রি হতো। এ তেল বিক্রি করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন কলু স¤প্রদায়রা।

তবে এক সময়ের গ্রাম বাংলার এই অতিপরিচিত দৃশ্যটি এখন খুব একটা চোখে পড়েনা। বৈদ্যুতিক যন্ত্রেই করা হয় তেল ভাঙানোর কাজ।

মিজানুর রহমান বলেন, বিদেশ যাওয়ার কয়েক বছর পর সড়ক দূর্ঘটনায় ফিরে আসি। সে সময় দেশে ফিরে বাড়ীতেই হালের বলদ দিয়ে শুরু করি পৈত্রিক ব্যাবসা। ৫ কেজি সরিষা থেকে প্রায় আড়াই কেজি তেল তৈরী হয়। আমরা এই তেল এখান থেকেই ১২০ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি করে থাকি। অনেকেই এই ঘানি দেখতে আসে এবং তেল কিনে নিয়ে যায়।

ফজল শাহ নামের এক বৃদ্ধ বলেন, আগে তো আমরাই সরিষার তেল দিয়েই তরকারী খেতাম, ভর্তা ভাজি খেতাম, শরীরে মাখতাম। আর এখন অনেক টাই কমে গেছে এর ব্যবহার। তাছাড়া ভেজালের ভীড়ে আমরা হারিয়ে যেতে বসেছি আসল কেই। যদি কোন ভেজাল না মেশানো হয় তা হলে এই তেলের উপরে আর কোন তেল নেই।

মার্কেটিং আর চটকদার বিজ্ঞাপনের জন্য সবাই ভুলতেই বসেছেন আসল-নকলের পার্থক্য। তবে মিজানের ঘানি দেখতে প্রতিদিনই আসে আগ্রহী ক্রেতা আর দর্শনার্থীরা।

কুষ্টিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু: নমুনা সংগ্রহ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়া জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে আশরাফুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষার জন্য মরদেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়াস্থ তার নিজ বাড়ীতে তিনি মারা যান।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, যশোর থেকে কুষ্টিয়ায় আসা আশরাফুল ইসলাম

নামের একজন জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে শুক্রবার বিকেলে মারা গেছে বলে খবর পাওয়া যায়।

এমন খবর পেয়ে ঐ ব্যক্তি করোনা ভাইরাস পজেটিভ কিনা তা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইসিডিআর এ পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলে নিশ্চিত করা যাবে ঐ ব্যক্তি করোনা পজেটিভ ছিলো কিনা।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের দুটি গ্রাম লকডাউন করেছে উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজীবুল ইসলাম খান জানান, ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে বেশ কয়েকজন এই দুই গ্রামে আসার কারণে দুটি গ্রামকে লকডাউন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বসছে পিসি আর ল্যাব

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালু হতে যাচ্ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অথবা সন্দেহ ভাজন রোগীদের শনাক্ত করার পলিমার্স চেইনরি একশান (পিসিআর) ল্যাব।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ভবনে এই ল্যাব স্থাপনের কাজ চলছে। এই ল্যাব চালু হলে আইইডিসিআর ও বিভাগীয় শহর গুলোর পাশাপাশি এটা হবে দেশের ১১ তম পিসি আর ল্যাব।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ঠ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক তাপস কুমার সরকার বলেন, ল্যাবের কাজ কালকের মধ্যেই শেষ হবে।

এরপর আইইডিসিআর থেকে কিছু সরঞ্জাম আসলে সেগুলো বসিয়ে এবং ল্যাব

টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষন সম্পন্ন করে আগামী ১০ দিনের মধ্যেই কুষ্টিয়াতে করোনা টেষ্ট সম্ভব হবে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে করোনা ভাইরাস রোগী শনাক্তে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল

কুষ্টিয়ার মিরপুরে করোনা ভাইরাস শনাক্তে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করেছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

গতকাল বুধবার সকালে এ কার্যক্রম চালু করেন তিনি। সম্প্রতি দেশ জুড়ে করোনা আতঙ্কে মিরপুরের মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। তাই চিকিৎসা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ও নয়। সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা দিতে এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করতে এ হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের হটলাইন ও চালু করা হয়েছে।

এর মাধ্যমে উপজেলার যেকোনো প্রান্ত থেকে ফোন করে চিকিৎসা সেবা নিতে পারবেন যে কেউ। হট লাইন নাম্বারে ফোন এলে দায়িত্বে থাকা মেডিক্যাল অফিসার সহ চিকিৎসক দল ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন রোগীর বাড়ি।

নিজের ব্যক্তি গত একটি গাড়ি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের চিকিৎসকদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন। সেই সাথে ওষুধ, ডাক্তারদের পিপিই, চালক এবং সার্বিক খরচও বহন করছেন তিনি।

স্থানীয় উসমান গনি বলেন, ‘ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালুর কথা জানতে পারি। করোনা সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করছে এ হাসপাতালের চিকিৎসকরা। ফোন দেওয়ার আধাঘণ্টার মধ্যেই হাজির হচ্ছেন তারা।’

মেডিক্যাল অফিসার বল্টু হোসেন বলেন, ‘হটলাইনে ফোন পেয়ে আমরা ওয়াবদা কলোনির একটি বাড়ি যাই। সেখানে ঢাকা থেকে আসা এক ব্যক্তির

নমুনা সংগ্রহ করেছি। সেটি ঢাকায় পাঠানো হবে। ওই বাড়ির অন্য সদস্যদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।’

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান জানান, এ উপজেলার প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এবং করোনা ভাইরাসের নমুনা শনাক্তের জন্য ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেন, ‘আমার মিরপুর উপজেলার মানুষ যাতে বাড়িতে বসেই ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা সেবা নিতে পারে- সেজন্য ভ্রাম্যমাণ এ হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহাবুব উল আলম হানিফের নির্দেশনায়, উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এ ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ঘরে বসেই চিকিৎসা সেবা পাবেন।’

ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস, মিরপুর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল কালাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান, আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. জোবাইয়া ফারজানা, মেডিক্যাল অফিসার ডা. মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় ফুডপান্ডাকে জরিমানা

কুষ্টিয়ায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ফুডপান্ডাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার রাতে শহরের ছয় রাস্তা মোড়ে একটি ভ্রাম্যমান মিনি চাইনিজে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ সাদাত।

তিনি জানান, সরকারি আদেশ অমান্য করে শহরের ছয় রাস্তা মোড়ে একটি ভ্রাম্যমাণ মিনি চাইনিজ খোলা রেখে খাবার তৈরি ও ফুডপাণ্ডার

মাধ্যমে সরবরাহ করছে এমন গোপন সংবাদ পেয়ে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে গিয়ে আমরা দেখতে পায়, সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছিলো। রং কেমিক্যাল, পোড়া তেল দিয়ে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করছিলো। এবং সেগুলো কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করার কথা ছিলো।

পরে এসব অপরাধ স্বীকার করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ফুডপান্ডা প্রতিষ্ঠানের একজনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এসময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় অসহায়দের পাশে এসএসসি ব্যাচ ২০১৮

কুষ্টিয়ায় করোনায় সাময়িকভাবে কর্মহীন অসহায় হয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র বন্ধু মহল।

গত সোমবার রাত থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত রিক্সা, অটো, সাইকেল এবং মোটরসাইকেলের মাধ্যমে তারা কুষ্টিয়া শহররের ঈদগাহপাড়া, থানাপাড়া, মোল্লাতেঘরিয়া, মঙ্গলবাড়িয়া, কাস্টমস মোড়, হরিশংকরপুর, আড়ুয়াপাড়া, কয়ার বানিয়াপাড়া সহ আরো বিভিন্ন এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবারের কর্মহীন মানুষের বাড়িতে এসব খাদ্য সামগ্রী নিজ উদ্যোগে পৌঁছে দেয় এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র বন্ধুরা।

তাদের এই সহয়তার মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, তেল, আলু, পেঁয়াজ, লবন সাবান সহ নিত্য প্রয়োজীয় পণ্য সামগ্রী।

এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র বন্ধু মহলের মধ্যে তাদের নিজেদের জমানো টাকা উঠিয়ে এই ত্রাণ সয়াহতা প্রদান করে বলে তারা জানিয়েছেন। এছাড়া ও এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে এবং পরবর্তীতে আরো বেশি মানুষের পাশে দাঁড়াবে বলেও তারা জানিয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, এসএসসি ব্যাচ ২০১৮’র বন্ধু মহলের সামিউল রহমান, মারূফ আহমেদ, সেজান আহমেদ, রফিকুল রবিন, আরাফাত, সিহাব, গোলাম হাসিব প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় মদের দোকান সিলগালা, ৬ জনের দণ্ড

করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রদত্ত সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মদের দোকান খোলা রাখায় দোকানটিকে সিলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় ৩ জনের ৪৫ দিন এবং গণজামায়েত করে দোকানের সামনে মদ পান করায় অপর ৩ জনকে ৩০ দিনের কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয়।

গতকাল সোমবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান এ রায় প্রদান করেন।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- উপজেলার দরবেশপুরর গ্রামের বিশ্বনাথ বিশ্বাস (৪০), শেরকান্দি গ্রামের প্রনব কুমার ঘোষ (৪৫), অশোক কুমার
(৫৭) ও কার্তিক (২২), নন্দনালপুর ইউনিয়নের চড়াইকোল গ্রামের আরিফ
(৪৮) এবং পুরাতন চড়াইকোল গ্রামের আব্দুর রহমান (৪৫)।

রাজিবুল ইসলাম খান জানান, দোকানটির লাইসেন্স আছে। সরকারি আদেশ না মানায় সাময়িকভাবে এটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মদ ব্যবসায়ে জড়িত ৩ জনকে ৪৫ দিন এবং গণজমায়েত করে মদ পান করায় অপর ৩ জনকে ৩০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের উদ্যোগে কর্মহীন মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রভাবে কর্মহীন মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের নেতৃবৃন্দ।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক কর্মহীন, অসহায় গরীব মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য সচিব হারুন-অর-রশিদ, আহবায়ক রুহুল আমিন, সিনিয়র যুগ্ন-আহ্বায়ক সরওয়ার হোসেন, যুগ্ন-আহ্বায়ক বিপ্লব হোসেন বিপুল, আবু হাসান লিটনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দরা বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষকে ঘরের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। তাই কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে-খাওয়া দিনমজুর এসব মানুষগুলো।

তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আনরা জেলা শাখার উদ্যোগে এসব কর্মহীন মানুষের মাঝে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এভাবে অসহায় দিনমজুরদের পাশে সহযোগিতার জন্য সমাজের বিত্তশালীসহ জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।